গাউসে পাকের
উপদেশ সমূহ

(9-October-2025)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Brothers)

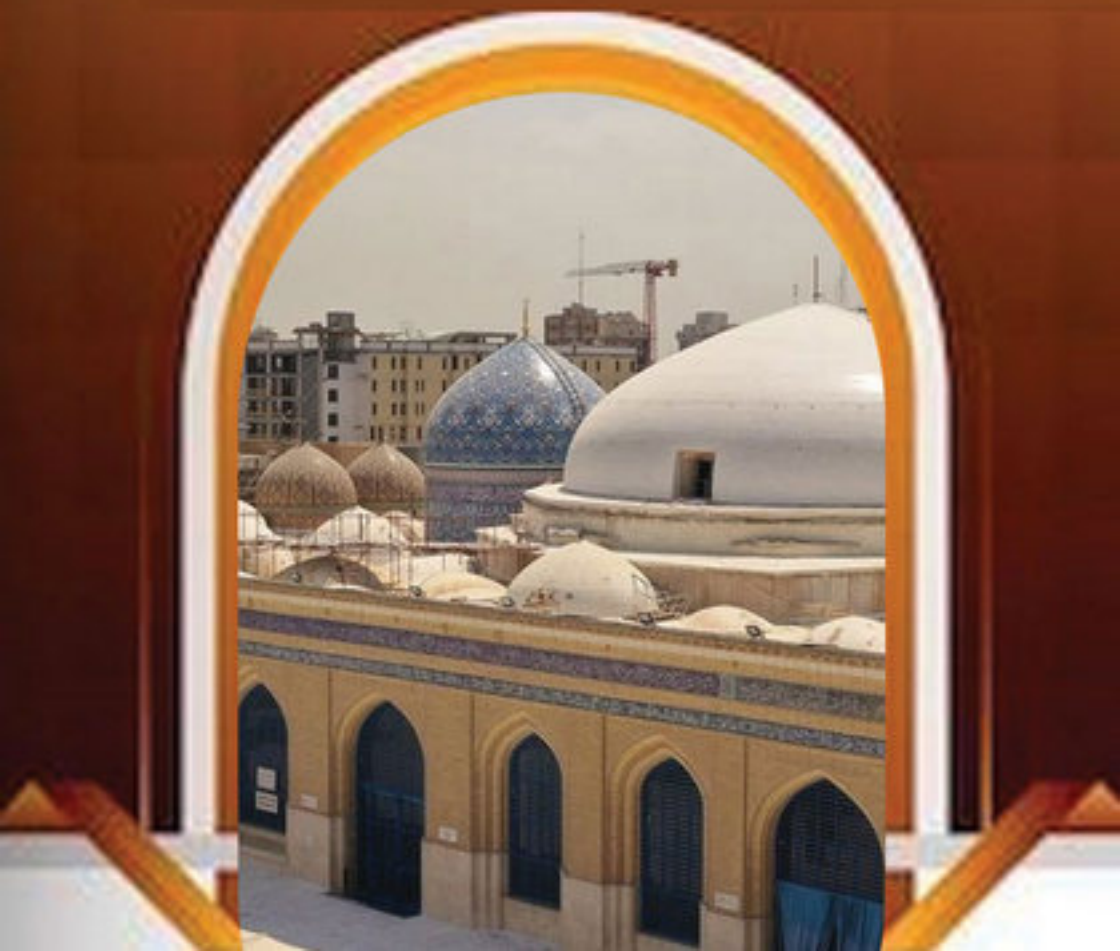

গাউসে পাকের উপদেশ সমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 5
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
(উপদেশ: ১): প্রত্যেক মুসলমানের উপর ৩টি কাজ অবশ্যকরণীয়..... 8
গাউসে পাকের জীবনের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ..... 11
দরস ও বয়ান সম্পর্কে গাউসে পাকের রুটিন 12
(উপদেশ: ২): আল্লাহ পাকের প্রিয় বানানোর আমল..... 13
একজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গরিবের মন জয় 15
(উপদেশ: ৩): জীবনকে গণিমত জানো...! 15
(উপদেশ ৪): দ্বীনের ক্ষতি সাধনকারী চারটি বিষয়..... 18
নেক আমল নম্বর ৩৩ এর উৎসাহ..... 20
মাযার শরীফ যিয়ারতের আদব..... 20
ঘোষণা 21
দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 22
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:..... 22
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা: 22
(৩) রহমতের ৭০টি দরজা: 23
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:..... 23
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ: 23

(৬) দরূদে শাফায়াত: 24
(১) এক হাজার দিনের নেকী 24
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো: 24
মাযার শরীফ যিয়ারতের অবশিষ্ট আদব 25
নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দোয়া..... 26
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 27
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল: 28
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 30
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... 30
মাসিক ৪টি নেক আমল 31
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 31
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 31

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه
نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে। মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহরি, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। “ফতোওয়ায়ে শামী”তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

সর্বশেষ নবী, রাসূলে হাশেমি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

اِنَّ اللّٰهَ وَكَّلَ بِقَبْرِیْ مَلَكًا اَعْطَاهُ اَسْمَاعَ الْخَلَائِقِ فَلَا يُصَلِّیْ عَلَیَّ اَحَدٌ اِلٰی يَوْمِ الْقِيَامَةِ اِلَّا اَبْلَغَنِیْ بِاِسْمِهٖ وَاِسْمِ اَبِيْهِ هٰذَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ قَدْ صَلّٰی عَلَيْكَ

নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক আমার কবরের উপর একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করেছেন, যাকে সমস্ত সৃষ্টির আওয়াজ শোনার শক্তি দান করেছেন। সুতরাং কিয়ামত পর্যন্ত যে কেউ আমার উপর দরুদে পাক পাঠ করে, সে আমাকে তার এবং তার পিতার নাম বলে (এবং বলে): অমুকের পুত্র অমুক আপনার صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপর দরুদে পাক পাঠ করেছে।

(মাজমাউজ জাওয়ায়েদ কিতাবুদ দাওয়াত, ১০/২৫১, হাদিস:১৭১৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

২১তম পারা, সূরা লুকমান, আয়াত: ১৫ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَّاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ ۚ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর তারই পথে চলো, যে আমার প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই আয়াতে করীমায় আমাদেরকে তাদের পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী অর্থাৎ আল্লাহ পাকের পূর্ণ আনুগত্যকারী।

✯ নিঃসন্দেহে এই দুনিয়ায় আল্লাহ পাকের দিকে সবচেয়ে বেশি প্রত্যাবর্তনকারী সত্তা হলেন আমাদের আকা ও মাওলা, মাক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। ✯ অতঃপর তাঁর উসিলায় সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ও আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ✯ আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام ও আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ✯ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ও আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী। ✯ ইমাম আযম আবু হানিফা ✯ দাতা হুযুর ✯ খাজা মঈন উদ্দিন আজমেরী ✯ বাবা ফরিদ ✯ আলা হযরত رَحِمَهُمُ اللهُ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِيْن। মোটকথা সকল আউলিয়ায়ে কিরামই اَلْحَمْدُ لِلّٰه আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।

"এখন আয়াতের অর্থ যেন এমন হবে: ✯ হে মানুষ! আমার মাহবুব, রাসূল মাকবূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পথে চল! ✯ সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর পথে চল...! ✯ আউলিয়ায়ে কিরামের পথে চল...! ✯ আশিকানে রাসূল উলামাদের পথে চল!"

(তাফসীরে কুরতুবি, পারা ২১, সূরা লুকমান, ১৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/৪২)

কেন? কারণ, এই লোকেরাই হকের পথে আছেন, এই লোকেরাই জান্নাতের পথে আছেন, এই লোকেরাই আল্লাহ পাকের পথে আছেন, এই লোকেরাই সিরাতুল মুস্তাকিমের (অর্থাৎ সরল পথের) উপর আছেন। সুতরাং যখন আমরা তাদের পবিত্র জীবনচরিত থেকে আলো গ্রহণ করে, তাদের বাণী পড়ে, বুঝে, সেগুলোর উপর আমল করে এই পবিত্র মনিষীদের পথে চলব, তখন তাদের উসিলায় আমরাও সরল পথের মুসাফির হয়ে যাব এবং اِنْ شَآءَ الله তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে অবশেষে জান্নাতে পৌঁছে যাব।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনেছেন! اَلْحَمْدُ لِلّٰه রবিউস সানি মাস চলছে। এই বরকতময় মাসটি পীরানে পীর, পীর দস্তগীর, রওশন জমির, হুযুরে গাউসে আযম, হযরত শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সম্পর্কিত। কারণ, এই মাসে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গেয়ারভী শরীফ অত্যন্ত ধুমধামের সাথে পালিত হয়। নিঃসন্দেহে শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِও আল্লাহ পাকের দিকে প্রত্যাবর্তনকারী, নেক আমল সম্পাদনকারী, আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পূর্ণ আনুগত্যকারী। সুতরাং, আমরা যে আয়াতে করীমা এখন শুনলাম, সেই আয়াতে দেওয়া আদেশের উপর আমল করার নিয়তে আজ আমরা হুযুরে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর পবিত্র জীবনচরিতের কিছু অংশ এবং তাঁর কিছু উপদেশ শোনার সৌভাগ্য অর্জন করব। আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে

পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রতি অন্তর থেকে ভালোবাসা প্রকাশ করার, তাঁর পবিত্র জীবনচরিত থেকে আলো গ্রহণ করার এবং তাঁর শিক্ষাগুলোর উপর আমল করার তৌফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আসুন! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষণীয় উপদেশ শুনি:

(উপদেশ: ১): প্রত্যেক মুসলমানের উপর ৩টি কাজ অবশ্যকরণীয়

হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি কিতাব আছে: ফুতুহুল গায়েব। এই কিতাবে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন: প্রত্যেক মুসলমানের উপর সর্বাবস্থায় (অর্থাৎ দিন হোক, রাত হোক, শীত হোক, গরম হোক, আনন্দ হোক, দুঃখ হোক, ব্যস্ততা হোক, অবসর হোক, সংক্ষেপে যতক্ষণ দেহে প্রাণ আছে, যতক্ষণ বুদ্ধি আছে, সুস্থ আছে, শ্বাস চলছে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেক মুসলমানের উপর) ৩টি বিষয় অবশ্যকরণীয়:

(১): اَمْرٌ يَمْتَثِلُهٗ শরীয়তের নির্দেশ, যা তাকে মানতে হবে। (২): نَهْيٌ يَجْتَنِبُهٗ শরীয়তের নিষিদ্ধ বিষয়, যা থেকে সে বিরত থাকবে। (৩): قَدْرٌ يَرْضٰى بِهٖ তাকদীর, যার উপর সে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকবে।

হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরও বলেন: ✫ মুসলমানের সর্বনিম্ন অবস্থা হলো, সে কোনো সময়ই এই তিনটি বিষয়ের একটি থেকেও খালি থাকবে না। ✫ তার অন্তর এই তিনটি বিষয়ের দৃঢ় সংকল্প করতে থাকবে। ✫ বান্দা নিজের কাছে এই তিনটি বিষয় বর্ণনা করতে থাকবে। ✫ এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে সর্বদা এগুলোতে ব্যস্ত রাখবে।

(ফতহুল গুয়ুব, পৃ: ১৭)

হে আশিকানে রাসূল! একটু ভেবে দেখুন! কত সংক্ষিপ্ত এবং কী শক্তিশালী উপদেশ! শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ব্যাখ্যায় বলেন: হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই সংক্ষিপ্ত উপদেশে পুরো দ্বীনের সার সংক্ষেপ বর্ণনা করে দিয়েছেন। **(শরহে ফতহুল গুয়ুব, পৃ: ১০)**

এখানে চমৎকারিত্ব দেখুন! আমাদের এখানে কিছু লোক বলে থাকেন: মাওলানা সাহেব! আমরা তো দুনিয়াদার বান্দা, যতটুকু সম্ভব, নামায পড়ে নিই, যিকির-আযকার করে নিই। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই ধরনের কুমন্ত্রণাও খণ্ডন করে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন: এই তিনটি বিষয়ের উপর আমল করা অর্থাৎ: (১): আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা (২): নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকা (৩): এবং তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকা, এই তিনটি বিষয়ের উপর আমল করতে থাকা এটি মুসলমানের সর্বনিম্ন অবস্থা। এর অর্থ হলো, যে ব্যক্তি কালেমা পড়েছে, এখন সে দুনিয়াদার হোক বা দ্বীনদার, ব্যবসায়ী হোক বা উকিল, ডাক্তার হোক বা ড্রাইভার, ধনী হোক বা গরীব, বড় থেকে বড় বাদশা থেকে শুরু করে সবচেয়ে গরীব মানুষ পর্যন্ত যেই কালেমা পড়েছে, যার ঈমানের দৌলত নসীব হয়েছে, তার উপর অবশ্যকরণীয় যে, সে এই তিনটি বিষয়ের উপর সর্বদা আমল করে চলবে।

এবার অন্য একটি বিষয়ে লক্ষ্য করুন! সাধারণত আমাদের মনে বিভিন্ন ধরনের চিন্তা চলতে থাকে, আমরা অনেক পরিকল্পনা তৈরি করি, আমরা মনে মনে বড় বড় স্বপ্ন দেখি। এমনকি এমন মানুষেরও সংখ্যা অনেক, যারা নামায পড়ার সময়ও দুনিয়াবী চিন্তায় মগ্ন থাকে। এখন হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শিক্ষা দেখুন! তিনি বলেছেন: فَلْيُحَدِّثْ بِهَا نَفْسَهُ

অর্থাৎ মানুষের উচিত যে, সে নিজেকে এই তিনটি বিষয় বর্ণনা করতে থাকবে।

এর অর্থ এই যে, যেভাবে আমরা দুনিয়াবী বিষয়াদিতে স্বপ্ন দেখি, যেমন - কোথা থেকে উপার্জন করব? কী খাব? একটি দোকান তৈরি হলো, এখন দ্বিতীয়টি কখন তৈরি করব? একটি ব্যবসা সফল হলো, দ্বিতীয়টি কিভাবে শুরু করব? এভাবে আমরা উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে, সর্বদা কোনো না কোনো চিন্তায় থাকি, দুনিয়াতে আরও এগিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখি। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যেন আমাদেরকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা দুনিয়াবী বিষয়ে স্বপ্ন দেখা ছেড়ে দাও! নিজের মধ্যে আরও এগিয়ে যাওয়ার চিন্তা করা ছেড়ে দাও! বরং এটা চিন্তা করো যে, আমি আল্লাহ পাকের আদেশগুলো কতটা পালন করছি? যদি ঘাটতি থাকে, তবে তা কিভাবে দূর করব? এটা চিন্তা করো যে, আল্লাহ পাক যেসব কাজ থেকে নিষেধ করেছেন, আমি সেসব কাজ থেকে কতটা বিরত থাকি? যদি ঘাটতি থাকে, তবে তা কিভাবে দূর করব? তোমরা এই বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তা করা শুরু করো, এই কাজগুলো করা শুরু করো। اِنْ شَآءَ الله তোমার দুনিয়াও ভালো হবে এবং তোমার আখিরাতও সুন্দর হবে।

হে আশিকানে গাউসে পাক! আসুন! পীরানে পীর, পীর দস্তগীর হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই উপদেশের উপর আমল করার নিয়ত করি। শুধুমাত্র ৩টি বিষয়: এগুলোকে আপনার মনে বসিয়ে নিন! (১): শরীয়তের আহকাম পালন করতে হবে। (২): শরীয়তের নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকতে হবে। (৩): এবং তাকদীরের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকতে হবে, অধৈর্য হওয়া যাবে না। বিপদ এলে, কষ্ট এলে চিৎকার করা যাবে না, হাহাকার করা যাবে না, বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিতে সন্তুষ্ট

থাকতে হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই শিক্ষণীয় উপদেশের উপর আমল করার তৌফিক দান করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গাউসে পাকের জীবনের সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শাহেনশাহে বাগদাদ, হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ৯১ বছর এই দুনিয়াতে অবস্থান করেন। উলামায়ে কিরাম গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই ৯১ বছরের বরকতময় জীবনকে ৩টি ভাগে ভাগ করেছেন:

(১): প্রথম অংশ: হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জন্ম থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত। এই সময়ে তিনি তাঁর পৈতৃক জন্মভূমি জিলানে অবস্থান করেন, সেখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। (২): দ্বিতীয় অংশ: ১৮ বছর বয়স থেকে ৫১ বছর বয়স পর্যন্ত, এটি মোট ৩৩ বছর হয়। এই সময়ে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বাগদাদে অবস্থান করেন এবং এখানে দ্বীনী ইলম অর্জন করেন। এই সময়ে তিনি অনেক মোযাহাদাও করেন। তিনি জঙ্গলে অবস্থান করতেন, নির্জনে থেকে আল্লাহ পাকের ইবাদত করতেন এবং যিকিরে মশগুল থাকতেন। (৩): তৃতীয় অংশ: ৫১ বছর বয়স থেকে ৯১ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ মোট ৪০ বছর। এই সময়ে হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আনুষ্ঠানিকভাবে দরস ও বয়ানের ধারা শুরু করেন, নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করেন, দ্বীনী ইলমের আলো ছড়ান, হেদায়েতের প্রদীপ জ্বালান, মানুষকে সত্য দ্বীনের পথ দেখান, সুন্নাতকে প্রসার করেন এবং হাজার হাজার পথহারা মানুষকে সরল পথের মুসাফির বানান।

দরস ও বয়ান সম্পর্কে গাউসে পাকের রুটিন

✯ হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সপ্তাহে ৩ দিন বয়ান করতেন। ✯ ইবরাহীম ইবনে সা'দ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উলামাদের পোশাক পরিধান করতেন এবং উঁচু স্থানে (যেমন; মিম্বর ইত্যাদিতে) বসে বয়ান করতেন। ✯ হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রথমে আমার কাছে দুইজন বা তিনজন লোক বসতো, তারপর ধীরে ধীরে মানুষের ভিড় বাড়তে লাগলো। লোকেরা দূর দূরান্ত থেকে ঘোড়া, খচ্চর এবং উট ইত্যাদি বাহনে চড়ে বয়ান শুনতে আসতো। সেই সময় প্রায় ৭০ হাজার মানুষের সমাবেশ হতো (পরে এই সমাবেশের সংখ্যা আরও বেড়ে গিয়েছিল)। **(বাহজাতুল আসরার, পৃ: ১৭৭)**

✯ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর শাহজাদা হযরত আব্দুল ওয়াহাব رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মাহফিলে বড় বড় ওলামা এবং মাশায়েখ উপস্থিত থাকতেন। ✯ তাদের মধ্যে ৪০০ জন বড় বড় আলেম এমন ছিলেন, যারা নিয়মিত কাগজ-কলম নিয়ে তাঁর বাণী ও ইরশাদসমূহ লিখতেন। **(বাহজাতুল আসরার, পৃ: ১৭৭)** ✯ শায়খ উমর কাইমানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এমন কখনো হয়নি যে, তিনি বয়ান করেছেন এবং মাহফিলের কেউ তাওবা করেনি। তাঁর বয়ান শুনে অবশ্যই কেউ না কেউ তাওবা করতো, আর অমুসলিমরা কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যেতো। **(কালাইদুল জাওয়াহের, পৃ: ৯৩)** ✯ গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেই বলেন: আমার হাতে ৫ হাজারেরও বেশি অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং এক লাখেরও বেশি গুনাহগার তাওবা করেছে। **(কালাইদুল জাওয়াহের, পৃ: ৯৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা শুনেছেন! হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বয়ান কেমন প্রভাবময় ছিল। লোকেরা তাঁর বয়ান শুনে অত্যন্ত প্রভাবিত হতো, তাদের অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হতো, ইশকে মুস্তফার প্রদীপ প্রজ্বলিত হতো। তাঁর বয়ান শুনে লোকেরা তাদের গুনাহের জন্য লজ্জিত হতো এবং তাওবা করে নেককার হয়ে যেতো। কত সৌভাগ্যবান সেই আশিকানে আওলিয়া যারা দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দরস ও বয়ানের সৌভাগ্য অর্জন করে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার অশেষ প্রেরণা নসীব করুক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আসুন! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই প্রভাবময় বয়ান থেকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এবং উপদেশের মাদানী ফুল শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি:

(উপদেশ: ২): আল্লাহ পাকের প্রিয় বানানোর আমল

৫৪৪ হিজরীর জামাদিউল আখির মাসের ১১ তারিখে হুযুর গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মাদরাসায় বয়ান করেন। এ সময় তিনি বলেন: হে ধনীরা! যদি দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ চাও, তাহলে তোমাদের সম্পদ দ্বারা গরীবদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কর! অতঃপর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একটি হাদীস শরীফ বর্ণনা করেন: **(ফতুহুর রহমান, পৃ: ১২৭)** আল্লাহ পাকের শেষ নবী, রাসূলে হাশেমি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: মানুষ আল্লাহ পাকের পরিবার। আল্লাহ পাকের কাছে বেশি প্রিয় সে, যে আল্লাহ পাকের পরিবারের বেশি উপকার করে। **(মওসুআতু ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৪/১৫৯, হাদীস ২৪)**

গাউসে পাকের বরকতময় বয়ানের ব্যাখ্যা: عِيَال (ইয়াল) শব্দটি عَوْل (আউল) থেকে এসেছে, এর অর্থ হলো মুখাপেক্ষীতা। যেসব মানুষের খরচাদি ব্যক্তির উপর আবশ্যক, যেমন; স্ত্রী, সন্তান ইত্যাদি, তারা ব্যক্তির আয়াল হিসেবে পরিচিত। হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বয়ানে যে হাদীস শরীফ উল্লেখ করেছেন, তাতে সমস্ত মানুষকে আল্লাহ পাকের আয়াল বলা হয়েছে। এর অর্থ হলো, সমস্ত মানুষ আল্লাহ পাকের বান্দা, তাঁর মুখাপেক্ষী। আল্লাহ পাক সবার রিযিকের দায়িত্ব তাঁর মহান অনুগ্রহে গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ পাক সবাইকে রিযিক দেন, সবাইকে প্রতিপালন করেন। আর আল্লাহ পাকের কাছে বেশি প্রিয় এবং মাহবুব সে, যে আল্লাহ পাকের আয়ালদের (অর্থাৎ বান্দাদের) বেশি উপকার করে। আল্লামা মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষকে নেকীর দাওয়াত দেওয়া, আল্লাহ পাকের পথের দিকে আহ্বান করা, দ্বীনী ইলম শেখানো, মানুষের সাথে নম্র আচরণ করা, মানুষের প্রতি দয়া করা, স্নেহ করা, তাদের জন্য সম্পদ ব্যয় করা, সংক্ষেপে (শরীয়তের গণ্ডির মধ্যে থেকে) দ্বীনী বা দুনিয়াবী যেকোনো বিষয়ে মানুষের সাথে ভালো আচরণ করা- এই সবকিছু মানুষকে উপকার পৌঁছানোর অন্তর্ভুক্ত। **(ফয়যুল কদীর, ৩/৬৭৪, হাদীস ৪১৩৫)**

হে আশিকানে রাসূল! হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর এই বরকতময় বয়ান এবং উল্লেখিত হাদীস শরীফ থেকে জানা গেল যে, মানুষকে সাহায্য করা, গরীব, মিসকীন, এতীমদের প্রতি সহানুভূতি দেখানো, তাদের উপকার করা আল্লাহ পাকের প্রিয় বানানোর আমল। اَلْحَمْدُ لِلّٰه হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ নিজেও অত্যন্ত সহানুভূতিশীল, অত্যন্ত শফিক এবং দয়ালু ছিলেন।

একজন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত গরিবের মন জয়

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে খিযর হোসাইনী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ থেকে বর্ণিত আছে যে, একদিন হুযুরে গাউসে আযম শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর দৃষ্টি এক দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ফকিরের উপর পড়ে। একজন মুসলমানকে দুঃখ ও দুশ্চিন্তায় দেখে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ অস্থির হয়ে পড়েন এবং জিজ্ঞাসা করেন: مَا شَأْنُكَ অর্থাৎ তোমার কি হয়েছে? ফকির উত্তরে আরয করল: আলী জাহ! আমি দজলা নদীর ওপারে যেতে চাই, কিন্তু আমার কাছে টাকা নেই। মাঝি (অর্থাৎ নৌকা চালক) ভাড়া ছাড়া নৌকায় বসাতে রাজি নয়। মাঝির এই আচরণে আমার মন ভেঙে গেছে যে, যদি আমার কাছে টাকা থাকত তাহলে আমাকে এভাবে হতাশ হতে হতো না।

বর্ণনাকারী বলেন: ফকির তখনো তার কথা শেষ করেনি যে, এক ব্যক্তি গাউসিয়্যতের দরবারে উপস্থিত হল। সে গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর খেদমতে একটি থলে উপহার হিসেবে প্রদান করল। এই থলিতে ৩০ দিনার (অর্থাৎ সোনার মুদ্রা) ছিল। গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ সেই ৩০ দিনার ওই গরীবকে দিয়ে বললেন: এই সকল দিনার মাঝিকে দিয়ে দাও এবং বলো যে, সে যেন ভবিষ্যতে কোনো গরীবকে নদী পার করে দিতে অস্বীকার না করে। **(বাহজাতুল আসরার, পৃ: ১৯৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(উপদেশ: ৩): জীবনকে গণিমত জানো...!

৫৪৪ হিজরীর ১০ই শাওয়ালুল মোকাররম, রবিবার দিন ছিল। সকালে হুযুর গাউসে পাক رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ তাঁর মাদরাসায় বয়ান করেন এবং এই বয়ানের সূচনা তিনি একটি হাদীস শরীফ দিয়ে করেন। তিনি বলেন:

আল্লাহ পাকের নবী, রাসূলে হাশেমি صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ فُتِحَ لَهٗ بَابٌ مِّنْ خَيْرٍ যার জন্য কল্যাণের দরজা খুলে দেওয়া হয়, فَلْيَنْتَهِزْهُ তার উচিত যে, সে ঝাঁপিয়ে পড়ে কল্যাণের সেই দরজায় প্রবেশ করা, فَاِنَّهٗ لَا يَدْرِىْ مَتٰى يُغْلَقُ عَلَيْهِ কারণ সে জানে না যে, এই দরজা তার জন্য কখন বন্ধ করে দেওয়া হবে। **(যুহ্দ লিইবনে মুবারক, পৃ: ৭৬, হাদীস ১১৭)**

এই হাদীস শরীফ বর্ণনা করার পর হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: হে মানুষেরা...! ঝাঁপিয়ে পড়ো...! যতক্ষণ জীবনের দরজা খোলা আছে, নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসকে গণিমত জানো, শীঘ্রই এই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। যতক্ষণ তোমাদের শক্তি ও সাহস আছে, নেক আমলকে গণিমত জানো! যতক্ষণ তাওবার দরজা খোলা আছে, তাকে গণিমত জানো! দোয়ার দরজা খোলা আছে, দোয়া করাকে গণিমত জানো! নেক লোকের সাহচর্যে বসার দরজা খোলা আছে, তাকে গণিমত জানো!

হে মানুষেরা! তোমরা যে ক্ষতি করেছ, তা পূরণ করো! যে (গুনাহের নাপাকি) জামার উপর লাগিয়েছ, তা ধুয়ে ফেলো! যে মন্দ কাজ করেছ, তা ঠিক করো...! অন্তরে যে গুনাহের কালেমা ছড়িয়েছ, তা পরিষ্কার করো! যা (অন্যায়ভাবে) নিয়েছ, তা ফিরিয়ে দাও! তোমাদের মালিক ও মাওলা (অর্থাৎ আল্লাহ পাক)-এর অবাধ্যতা থেকে ফিরে এসো...! আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হও...! এখানে কেউ নেই, শুধু আল্লাহ পাকই আছেন। যদি তোমরা তাঁর দরবারে উপস্থিত হও, তবে তাঁর বান্দা। যদি তোমরা সৃষ্টির দিকে মুখ করো (যেমন: ধন-সম্পদ উপার্জনে মগ্ন আছ এবং এই কারণে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত না হও, আল্লাহ

পাককে ভুলে বসে আছ, তাহলে তোমরা আল্লাহ পাকের বন্দেগী করছ না বরং) সৃষ্টির বান্দা হয়ে আছ।

হে মানুষ! অলসতা করো না...! কারণ অলসতা সর্বদা বঞ্চনা এবং লজ্জার কারণ। তোমার আমলগুলো ভালো করো...! আল্লাহ পাক দুনিয়া ও আখিরাতে তোমার উপর অনুগ্রহ করবেন।

হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বয়ান অব্যাহত রেখে আরও বলেন: (হে মানুষেরা!) যখন তোমাদের মৃত্যু আসবে, তোমরা অলসতার ঘুম থেকে জাগ্রত হবে, কিন্তু তখন জাগ্রত হওয়ার কোনো লাভ হবে না। হে মানুষ! খারাপ মানুষের সঙ্গ তোমাকে ভালো মানুষের প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারী করে দিয়েছে। আল্লাহ পাকের কিতাব এবং সুন্নাতে মুস্তফার আলোতে জীবন যাপন করো! সফলতা তোমার কদম চুম্বন করবে। আল্লাহ পাককে এমনভাবে লজ্জা করো, যেমন তাঁকে লজ্জা করার হক রয়েছে। উদাসিনতায় তোমার সময় নষ্ট করো না...! তোমরা এমন সম্পদ জমা করতে ব্যস্ত, যা তোমরা ব্যবহার করবে না; এমন স্বপ্ন দেখো, যা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না; এমন অট্টালিকা তৈরি করো, যেখানে তোমরা (চিরকাল) থাকবে না; আর এই সব কিছু তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়া থেকে উদাসিন করে দিয়েছে।

গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর বয়ানের ধারা আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে বললেন: এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সমস্ত কল্যাণ আল্লাহ পাকের কাছেই রয়েছে এবং সমস্ত অকল্যাণ গায়রুল্লাহর (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের শত্রুদের) কাছেই রয়েছে। কল্যাণ এতেই আছে যে, আল্লাহ পাকের

দরবারে উপস্থিত হও...! আল্লাহ পাকের ইজ্জতের দরবার থেকে দূরে পালানোর মধ্যে কেবল অকল্যাণই আছে।

হে মানুষেরা! তোমাদের উপর আবশ্যক যে, (১): মৃত্যুকে স্মরণ করো! (২): বিপদে ধৈর্যধারণ করো! (৩): এবং সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের উপর ভরসা রাখো...! যখন এই তিনটি গুণ তোমাদের মধ্যে পুরোপুরিভাবে সৃষ্টি হয়ে যাবে, তখন তোমাদের মৃত্যু এমন অবস্থায় আসবে যে, মৃত্যুকে স্মরণ করার কারণে তোমরা দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাবে, ধৈর্যের মাধ্যমে তোমরা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে কাঙ্ক্ষিত পুরস্কার পাবে এবং তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের সাথে তোমাদের সম্পর্ক দৃঢ় হয়ে যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(উপদেশ ৪): দ্বীনের ক্ষতি সাধনকারী চারটি বিষয়

৫৪৪ হিজরীর ১২ই শাওয়ালুল মোকাররম, সন্ধ্যায় হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর মাদরাসায় বয়ান করতে গিয়ে বলেন: তোমাদের দ্বীনের ক্ষতি চারটি বিষয়ে নিহিত:

(১): তোমরা তোমাদের জ্ঞান অনুযায়ী আমল করো না। (২): তোমরা যা জানো না, তা করো (যেমন, অজ্ঞতার কারণে গুনাহকে নেকী মনে করো এবং নেকীকে গুনাহ মনে করো)। (৩): তোমরা যা জানো না, তা শিখতে চেষ্টা করো না, তাই অজ্ঞ রয়ে যাও। (৪): তোমরা মানুষের জন্য দ্বীনী ইলমের পথে বাধা সৃষ্টি করো।

হে মানুষেরা! তোমাদের এই অবস্থা যে, জ্ঞান ও যিকিরের মজলিসে কখনো কখনো যাও, নিয়মিত যাও না। আর যখন বয়ানকারীর

বয়ান শোনো, তখন তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করো না, বরং তার ভুল বের করো, তার উপর হাসো, ঠাট্টা করো। এই কাজ থেকে তাওবা করো! আল্লাহ পাকের শত্রুদের মতো হয়ো না! যা শোনো, তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করো! তোমাদের উপর আবশ্যক যে, নেকী করো এবং ইখলাসের সাথে করো। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ ﴿۵۶﴾

(পারা ২৭, সূরা যারিয়াত, আয়াত ৫৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: এবং আমি জিন্ ও মানব এ জন্যই সৃষ্টিই করেছি যে, আমার ইবাদত করবে।

এই আয়াত তেলাওয়াত করার পর হুযুর গাউসে পাক, শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আল্লাহ পাক জ্বীন ও মানুষকে নফসের চাহিদা পূরণের জন্য সৃষ্টি করেননি, খেলাধুলা করার জন্য সৃষ্টি করেননি, কেবল খাওয়া, পান করা এবং ঘুমানোর জন্য সৃষ্টি করেননি। হে উদাসিনরা...! তোমাদের উদাসিনতা থেকে জাগ্রত হও...! তোমরা এমন উদাসিনতায় আছো, যেন তোমাদের মরতে হবে না, যেন কেয়ামতের দিন তোমাদেরকে উঠানোই হবে না, যেন আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের হিসাবই নেওয়া হবে না, যেন তোমাদের পুলসিরাত পার হতেই হবে না? এই হলো তোমাদের অবস্থা...! আর তোমরা মুসলমান হওয়ার দাবি করো...! (মনে রেখো!) এই হলো কুরআনুল করীম, যদি তোমরা এর উপর আমল না করো, তবে কিয়ামতের দিন এটি তোমাদের বিরুদ্ধে প্রমাণ হবে।

হে আশিকানে গাউসে আযম! দেখুন! হুযুর গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদের জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর কেমন উচ্চমানের, প্রজ্ঞাময় এবং

উদাসিনতা থেকে জাগ্রতকারী উপদেশ! হুযুর গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আমাদের পীর, পীরানে পীর। আহ! আমরা যেন তাঁর এই উপদেশগুলো মেনে চলি। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

নেক আমল নম্বর ৩৩ এর উৎসাহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গাউসে পাকের এই উপদেশগুলো মেনে চলার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান এবং ১২টি দ্বীনী কাজে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে অংশগ্রহণ করুন। কাফেলায় সফর করুন এবং নেক আমলের উপর আমল করুন। শায়খে ত্বরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত "৭২টি নেক আমল" এর মধ্যে নেক আমল নম্বর ৩৩ হলো: আজ কি আপনি তাহাজ্জুদের নামায পড়েছেন? অথবা রাতে না ঘুমিয়ে থাকলে সালাতুল লাইল আদায় করেছেন? এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আল্লাহ পাকের আদেশ পালন করা এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকার পাশাপাশি নেক কাজ করার প্রেরণা সৃষ্টি হবে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে আমল করার তৌফিক দান করো। আমীন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাযার শরীফ যিয়ারতের আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "মাযারাতে আওলিয়া কি হিকায়াত" থেকে মাযার শরীফ যিয়ারতের পদ্ধতি এবং এর মাদানী ফুলগুলো শুনি।

☆ আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মাযারে উপস্থিত হয়ে তাঁদের থেকে ফয়েয গ্রহণ করা বুযুর্গদের নিয়মিত আমল ছিল, যেমনভাবে ফিকহে হাম্বলীর অনুসারীদের শায়খ ইমাম খাল্লাল رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখনই কোনো সমস্যায় পড়ি, আমি ইমাম মূসা কাযিম ইবনে জাফর সাদিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাযারে উপস্থিত হয়ে তাঁর ওয়াসীলা পেশ করি। আল্লাহ পাক আমার সমস্যা সহজ করে আমার উদ্দেশ্য পূর্ণ করে দেন। **(তারীখে বাগদাদ, ১/১৩৩)** ☆ হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন আমার কোনো প্রয়োজন দেখা দিতো, আমি দুই রাকাত নামায আদায় করে ইমাম আযম আবু হানিফা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নূরানী মাযারে গিয়ে দোয়া করি, আল্লাহ পাক আমার প্রয়োজন পূর্ণ করে দেন। **(আল-খাইরাতুল হিসান, পৃ. ২৩০)** ☆ (যদি কোনো ব্যক্তি আল্লাহ পাকের ওলীর মাযার শরীফ অথবা) কোনো মুসলমানের কবরের যিয়ারতে যেতে চায়, তাহলে মুস্তাহাব হলো যে, প্রথমে নিজের ঘরে (মাকরূহ সময় ছাড়া) দুই রাকাত নফল নামায পড়বে, প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহার পর একবার আয়াতুল কুরসী এবং তিনবার সূরা ইখলাস পড়বে এবং এই নামাযের সাওয়াব কবরবাসীকে পৌঁছাবে। আল্লাহ পাক সেই মৃত ব্যক্তির কবরে নূর সৃষ্টি করবেন এবং এই (সাওয়াব পৌঁছানোকারী) ব্যক্তিকে অনেক বেশি সাওয়াব দান করবেন।

(ফাতাওয়া আলমগীরী, ৫/৩৫০)

ঘোষণা

মাযার যিয়ারতের অবশিষ্ট আদবগুলো তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে, তাই সেগুলো জানতে তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ০৯ অক্টোবর ২০২৫ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

মাযার শরীফ যিয়ারতের অবশিষ্ট আদব

✯ তারপর ভালো ভালো নিয়ত করার পর মাযারগুলোর দিকে রওনা হবে এবং (যিয়ারতকারী অর্থাৎ যিয়ারত করতে ইচ্ছুক ব্যক্তির উচিত যে, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর) পবিত্র মাযারে উপস্থিত হওয়ার সময় পায়ের দিক থেকে যাওয়া এবং কমপক্ষে চার হাত দূরত্বে মুখ করে (অর্থাৎ চেহারার সামনে) দাঁড়ানো এবং মাঝারি আওয়াজে (এভাবে) সালাম নিবেদন করা: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَاسَيِّدِىْ وَرَحمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ, তারপর "দুরুদে গাউসিয়া" তিনবার, আলহামদু শরীফ একবার, আয়াতুল কুরসী একবার, সূরা ইখলাস সাতবার, তারপর "দুরুদে গাউসিয়া" সাতবার, এবং যদি সময় সুযোগ থাকে তবে সূরা ইয়াসীন এবং সূরা মুলকও পাঠ করে আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করা যে, হে আল্লাহ! এই তেলাওয়াতের জন্য আমাকে এত সাওয়াব দান করো, যা তোমার অনুগ্রহের যোগ্য, আমার আমলের যোগ্য নয় এবং এটিকে আমার পক্ষ থেকে এই মাকবুল বান্দার নিকট উপহার হিসেবে পৌঁছাও। তারপর নিজের যে উদ্দেশ্য, যা জায়িয (এবং) শরয়ী, তার জন্য দোয়া করা এবং মাযারওয়ালার রূহকে আল্লাহ পাকের দরবারে নিজের ওয়াসীলা বানানো, তারপর সেভাবে সালাম করে ফিরে আসা। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ৯/৫২২)**

✯ হাজিরার আদবগুলো খেয়াল রেখে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য মাযারে হাজির হোন। ✯ যথাসম্ভব ওযু অবস্থায় থাকুন। ✯ হাজিরা দিতে

যাওয়ার সময় ওযু করে যান এবং যিকির ও দুরুদ দ্বারা নিজের জিহ্বা সজীব রাখুন। **(মাযারাত আওলিয়া কি হিকায়াত, পৃ. ৭)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুযায়ী "নেককারদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। সেই দোয়াটি হলো:

(اَللّٰهُمَّ) رَبَّنَآ اٰمَنَّا بِمَآ اَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُوْلَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشّٰهِدِيْنَ ﴿۵۳﴾

অনুবাদ: হে আমাদের রব! আমরা সেটার উপর ঈমান এনেছি, যা তুমি অবতীর্ণ করেছো এবং রাসূলের অনুসারী হয়েছি। সুতরাং আমাদেরকে সত্যের পক্ষে সাক্ষ্য প্রদানকারীদের মধ্যে লিপিবদ্ধ করো।

(ফয়যানে দোয়া, পৃ. ২৪৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ুতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।

২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।

৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে

বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করিনি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর

শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد